সালাত জেনে-বুঝে পড়ুন

এতে রয়েছে অর্থসহ-
সালাতে যা পড়তে হয়
ফরয সালাতের সালাম
ফিরানোর পরের ‘আমল
সকাল-বিকালের যিকির
গুরুত্বপূর্ণ কিছু দো‘আ

সংকলন ও অনুবাদ
ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
পিএইচডি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ
অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল প্রশংসা যিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগত বান্দা হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর এবং তাদের সঠিক অনুসারী সকল মুসলিমের ওপর।

সালাত মুমিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। সালাতের মাঝেই কারো ঈমানের পরিচয় লাভ হয়। সালাত ঠিক হলে অন্য আমলসমূহও শুদ্ধ হয়। আল্লাহর হকের মধ্য থেকে সালাত সম্পর্কেই হাশরের মাঠে প্রথম প্রশ্ন করা হবে।

তাই সালাতে আমরা যে সকল সূরা বা আয়াত পড়ি এবং সালাতের বাইরে আমরা যে সকল যিকির বা দো'আ পড়ি, সেগুলোর অর্থ জানা খুবই জরুরি। অর্থ না জানলে পূর্ণ মনসংযোগ ও খুশু-খুদু' আসে না। মূল আরবী ভাষার

কুরআন ও দো'আসমূহ তাই অর্থ জেনে পাঠ করলে আমাদের আমল যেমন স্বার্থক ও মহিমান্বিত হয়ে উঠবে, তেমনি আমাদের জ্ঞান ও ঈমান সমৃদ্ধ হবে। সবুজপত্র পাবলিকেশন্স থেকে অত্র পুস্তিকাটি প্রকাশ হচ্ছে। আশা করি, মুসলিম পাঠকগণ এর দ্বারা উপকৃত হবেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের চোখে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়লে মেহেরবানী করে আমাদেরকে অবহিত করবেন, ইনশা-আল্লাহ পরবর্তী মুদ্রণে আমরা তা সংশোধন করে নিবো। আমার বন্ধুবর ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী বইটিতে বেশ কিছু সংশোধনী দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে উত্তম-জাযা প্রদান করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই খিদমতটুকু কবুল করুন এবং পরকালের কঠিন মুসীবতের সময় একে নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করুন, আমিন!

-ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সালাতের গুরুত্ব ও সালাত ত্যাগকারীর পরিণতি	৬
প্রথম ভাগ: সালাতে যা পড়তে হয়	৯
ইসতিখারার সালাতের দো'আ	৩২
মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার সালাতে দো'আ	৩৫
দ্বিতীয় ভাগ: ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পরের 'আমল [তাসবীহ, যিকির ও দুআ]	৪১
তৃতীয় ভাগ: সকাল-বিকালের যিকির	৫০
চতুর্থ ভাগ: গুরুত্বপূর্ণ কিছু দো'আ	৭৯
যখন-তখন সারাক্ষণ নেক আমলের সুবর্ণ সুযোগ	৯৩

সালাতের গুরুত্ব ও সালাত ত্যাগকারীর পরিণতি

যেসব ইবাদাত পরিত্যাগ করলে মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার একটি হচ্ছে সালাত। সালাত এমন একটি ইবাদাত যা ত্যাগ করলে মানুষের আর কোনো ইবাদাত গ্রহণ করা হবে না। সালাত ত্যাগ করলে মুসলিম আর মুসলিম থাকে না। সালাত ত্যাগকারীর ঠিকানা জাহান্নাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর তাদের পরে এলো অপদার্থ। পরবর্তীতে তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং, অচিরেই তারা ভ্রান্তপথের ফল ভোগ করবে।"[১]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "ধ্বংস সুনিশ্চিত! ঐসব সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী।"[২]

---

১. সূরা ১৯; মারইয়াম: ৫৯।
২. সূরা ১০৭; আল-মা'উন: ৪-৫।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"হে মুমিনগণ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ (সালাত) থেকে গাফিল না করে। যারা এ ব্যাপারে গাফিল হয় তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।"[১]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "ফিরিশতারা বলবে, তোমাদের কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে। তারা বলবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না; অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না।"[২]

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাতের হিসাব সঠিক হলে সে সফল হবে। আর সালাতের হিসাব ঠিক না হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে"।[৩]

---

১. সূরা ৬৩; আল-মুনাফিকূন: ৯।
২. সূরা ৭৪; আল-মুদ্দাসসির: ৪২-৪৩।
৩. তিরমিযী; আবু দাউদ; তাবরানী আওসাত; আলবানী, সিলসিলা সহীহাহ: ১৩৫৮।

বুরাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের এবং অন্যদের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল।[১]

জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বান্দা এবং কুফরীর মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেওয়া।[২]

***

---

১. আহমাদ; নাসাঈ; তিরমিযী; ইবন মাজাহ; মিশকাত: ৫৭৪; বাংলা ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫২৭ সালাত অধ্যায়।
২. সহীহ মুসলিম; মিশকাত: ৫৬৯; বাংলা ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫২৩।

প্রথম ভাগ

সালাতে যা পড়তে হয়

অযুর শুরুর দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ

"আল্লাহর নামে শুরু করছি।"[১]

অযুর শেষের দো'আ

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।"[২]

---

১. আবু দাউদ: ১০১।
২. সহীহ মুসলিম: ২৩৪।

মাসজিদে প্রবেশের দো'আ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), সালাত (দুরূদ) ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।"[১]

মাসজিদ থেকে বের হওয়ার দো'আ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি) দুরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অনুগ্রহ কামনা করছি।"[২]

---

১. সহীহ মুসলিম: ৭১৩।
২. সহীহ মুসলিম: ৭১৩।

তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে সালাত শুরু

اَللّٰهُ اَكْبَرُ "আল্লাহ সবচেয়ে বড়।"

সানা-১[১]

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

"হে আল্লাহ! আমরা আপনার প্রশংসা এবং সেই সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মহিমা সর্বোচ্চ এবং আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"[২]

সানা-২

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ

---

১. সহীহ হাদীস দ্বারা সালাতের দু'টি সানা সাব্যস্ত হয়েছে, এর যে কোনো একটি পড়বেন।

২. সহীহ মুসলিম: ৩৯৯; আর সুনান গ্রন্থকার চারজন। আবু দাউদ: ৭৭৫; তিরমিযী: ২৪৩; ইবন মাজাহ: ৮০৬; নাসাঈ: ৮৯৯। আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী-১/৭৭; সহীহ ইবন মাজাহ-১/১৩৫।

كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

"হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করুন যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে এমন পরিষ্কার করে দিন, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে বরফ, পানি ও মেঘের শিলাখণ্ড দ্বারা ধৌত করে দিন।"[১]

তায়াওয়ুজ[২]

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

---

১. সহীহ বুখারী: ৭৪৪; সহীহ মুসলিম: ৫৯৮।
২. অর্থাৎ, আউযুবিল্লাহ বলা বা কুরআন তেলাওয়াত ও সালাত আদায়ের সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর আশ্রয়ে যাওয়া।

তাসমিয়া[১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

"রহমান রহীম আল্লাহর নামে শুরু করছি।"[২]

সূরা ফাতিহা

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧﴾

"(১) রহমান রহীম আল্লাহর নামে। (২) সকল হামদ আল্লাহর, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। (৩) দয়াময়, পরম দয়ালু। ৪। বিচার দিনের মালিক। (৫)

---

১. অর্থাৎ, বিসমিল্লাহ বলা বা আল্লাহর নাম নিয়ে সালাতের কিরাআত পাঠ করা।

২. সালাতে সূরা ফাতিহার আগে এটি অনুচ্চস্বরে পড়বেন।

আমরা শুধু আপনারই ‘ইবাদাত এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৬) আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন। (৭) তাদের পথে, যাদেরকে আপনি নি‘আমত দিয়েছেন, যাদের ওপর আপনার ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।” (আল্লাহ আপনি কবুল করুন)

সূরা আন-নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ
النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ
شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ
صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦﴾

“রহমান রহীম আল্লাহর নামে। (১) (হে নবী আপনি) বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের ইলাহের কাছে (৪) আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, (৬) জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।”

সূরা আল-ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ﴿قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۝١ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الۡعُقَدِ ۝٤ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥﴾

“রহমান রহীম আল্লাহর নামে। (১) (হে নবী আপনি) বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের। (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, (৩) আর অনিষ্ট থেকে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়। (৪) আর অনিষ্ট থেকে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। (৫) আর অনিষ্ট থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।”

সূরা ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ﴿قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ ۝٣ وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤﴾